দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 OCT 19[illegible]

পৃষ্ঠা ১ কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকে না কেন?

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে শিক্ষালাভের অধিকার সকলেরই সমান। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্নমুখী সমস্যা বিরাজমানহেতু বাংলাদেশে প্রায় ৭২ লাখ শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ৭০ শতাংশ ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে এনে তাদেরকে পঞ্চম শ্রেণী শেষ না করা পর্যন্ত ধরে রাখা এবং ফলপ্রসূ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বয়ে কমিটি, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, সাম্প্রতিককালে গঠিত বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কমিটি প্রভৃতির তৎপরতা এবং শিক্ষকদের উচ্চ প্রশিক্ষণ, ফলো-আপ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় কিছু কিছু বাস্তব সুবিধাদি যেমন, বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ, পাকা বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি সত্ত্বেও ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ৭০ শতাংশ ৫ বৎসর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হতে না হতেই বিদ্যালয় ত্যাগ করছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এক মূল্যায়ন রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, এর প্রারম্ভিক বৎসরে ১ কোটি ৩০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদানের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল সে ক্ষেত্রে মাত্র ৮৯ লাখ ২০ হাজার শিশুকে শিক্ষাদান সম্ভব হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬৯ শতাংশ। বর্তমানে বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৬—১০ বৎসরের শিশুদের সংখ্যা ১ কোটি ৬৩ লাখ এবং বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতদের সংখ্যা ৯১ লাখ ২৫ হাজার মাত্র। বাকী ৭১ লাখ ৭৫ হাজার হল বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া। পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায় যে, প্রতি বৎসরই ৫ বৎসর বয়স অতিক্রমকারী ২৩ লাখ শিশুর মধ্যে মাত্র ১৩·৮০ (৬০%) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। বিদ্যালয় বহির্ভূত থেকে যায় ৯·২০ লাখ। ভর্তিকৃতদের ৪·১৪ লাখ (৩০%) মাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে উঠতে সক্ষম হয়। বাকী ৯·৬৬ লাখ শিশু বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ে। এ ভয়াবহ প্রবণতা নিরক্ষরের দলকে ভারী করে জাতীয় উন্নতিকে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়ার কারণগুলোর মধ্যে অভিভাবকদের সীমাহীন দারিদ্র্যই অন্যতম। অন্যান্য কারণগুলোর হল—

(১) প্রতিকূল পরিবেশ যা অভিভাবকদের নিরক্ষরতা ও চরম দারিদ্র্যের ফল;

(২) বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও অন্যান্য কাজের প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনীহা, দুর্বোধ্য পাঠক্রম, অপর্যাপ্ত পাঠ্যোপকরণ ও শিক্ষাদানের অনুপযুক্ততা, বিদ্যালয়ের স্থান সংকট;

(৩) অর্থনৈতিক চাপ যার দরুন গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা মাঠে এবং ঘরে কাজ করতে বাধ্য হয়;

(৪) নিম্নশ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের আধিক্য। যার ফলে একজন শিক্ষকের পক্ষে দুষ্টমি প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না;

(৫) সামাজিক সংস্কার প্রয়োজন। কারণ অভিভাবকগণ তাদের মেয়েদেরকে বয়ঃপ্রাপ্তিকালে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায় না।

এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এর জন্য আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতাই মূলতঃ দায়ী। ফলশ্রুতিতে, বিত্তহীন, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা বংশপরম্পরায় নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে।

অন্যান্য কারণের মধ্যে বিদ্যালয় চত্বরে শিশুদের ভাল লাগার মত পরিবেশের অভাব, দুর্বোধ্য পাঠ্যক্রমের জন্যে লেখাপড়ার প্রতি ভীতি, দুপুরে নাস্তার ব্যবস্থা না থাকা, শিক্ষকদের কর্কশ ব্যবহার— এগুলোও অনেকাংশে দায়ী। তবে 'বিদ্যালয় ভিত্তিক সমাজ' প্রতিষ্ঠায় শিক্ষকদের ভূমিকা জোরদার হলে এ প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য শিক্ষা সম্প্রসারণের সব উদ্যোগের পথে বাধা হয়ে ঝরে পড়াদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে, নিরক্ষরতার দল ভারী হয়ে জাতীয় উন্নয়ন সংকটাপন্ন করে তুলছে। এর নিরসনে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগও একান্তভাবে কাম্য।

—মোঃ আবদুস সাত্তার